দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 AUG 1995
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

কলেজে ভর্তির চাপ ঃ দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল চালু করা প্রয়োজন

শামছুর রহমান ঃ মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে ক্রমান্বয়ে কলেজিয়েট স্কুলে উন্নীত করার সরকারী সদিচ্ছা কিছু কঠোর শর্তের কারণে বিঘ্নের মুখোমুখি হচ্ছে। বিশেষ করে, গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলির অনেক শর্তই পূরণ করা সম্ভব হবে না। ফলে, এবার এসএসসি পাস করা আড়াই লাখ অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রীর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তাও রুদ্ধ হয়ে যাবে। এ প্রেক্ষাপটে আরোপিত শর্ত কিছুটা শিথিল করার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকগণ আবেদন জানিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও অভিভাবকদের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে একটি শিক্ষা বোর্ডের একজন পদস্থ কর্মকর্তা বলেছেন, এ বছর ৫ লাখ ৬০ হাজার ছাত্রছাত্রী এসএসসি পাস করেছে। কিন্তু সারা দেশে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী বা সমমানের শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ আছে ৩ লাখ ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর। মোট ১ হাজার ১শ' ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উল্লিখিত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারবে। বাকী ২ লাখ ৪৩ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভর্তির কোন সুযোগই নেই।

সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত। তাই মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত, ভবিষ্যতে নতুন ইন্টার-

(৮-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

কলেজে ভর্তির চাপ ঃ দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মিডিয়েট কলেজ স্থাপনের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলা। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, যারা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য দেয়, তাদেরও সুপারিশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত খোলার।

এ ব্যাপারে শিক্ষা সচিব গত ১৪ ফেব্রুয়ারী দেশের শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের বরাবর এক পত্র পাঠান। তাতে তিনি উল্লেখ করেন... এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক অর্থায়িত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্প চুক্তির আওতায় দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন ও মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামোকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানদের এক্ষেত্রে কি কি করণীয় তাও জানিয়ে দেন।

তাতে বলা হয়, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সুযোগের চাহিদা মেটানোর জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার অগ্রসর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যার প্রধান শিক্ষক দক্ষ ও কর্মঠ ব্যবস্থাপক, বিগত ৩ বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রায় শতকরা ১শ' ভাগ, এসএসসি পরীক্ষায় নকল-অসদুপায় অবলম্বনের রেকর্ড নেই, ব্যবস্থাপনা কমিটি দক্ষ ও কার্যকর সেখানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। নতুন ইন্টারমিডিয়েট কলেজ খোলার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতেও বলা হয় সংশ্লিষ্ট এলাকা সমূহে। পত্রে অবশ্য শর্ত শিথিল করার কথাও বলা হয় কোন কোন ক্ষেত্রে।

শিক্ষা সচিবের পত্র পাবার পর চারটি শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে আবার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিজস্ব কিছু শর্ত দিয়ে পত্র পাঠানো হয়েছে। ওইসব বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল। এই সব শর্তের মধ্যে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, সম্পত্তি, পাঠাগার সুবিধা, সংরক্ষিত ও সাধারণ তহবিল, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষকদের যোগ্যতা, এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলসহ আরও কিছু শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী খুলতে ইচ্ছুক অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষে এর অধিকাংশ শর্তই পালন করা সম্ভব, শুধুমাত্র দু'একটি বাদে।

যেমন যশোর শিক্ষা বোর্ডের কথাই ধরা যাক। তারা তাদের একটি শর্তে উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার প্রতি বছর ন্যূনতম ৯০ শতাংশ হতে হবে। এই শর্তের ক্ষেত্রে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। তা হল, যেখানে শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৯০ শতাংশ বা তার কাছাকাছি বিগত ৪ বছর পৌঁছেনি, সেখানে স্কুলগুলি কিভাবে এই শর্ত পূরণ করবে? গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেগুলি ঐতিহ্যবাহী, তাদের পক্ষেও এই শর্ত পূরণ অসম্ভব। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটেছে অকল্পনীয়ভাবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে এখন ছাত্রীর সংখ্যা বেশী। অভিভাবকরা চান শহরে না গিয়ে তাদের মেয়েরা গ্রামে থেকেই অন্তত এইচএসসি পাস করুক। যশোর শিক্ষা বোর্ড আরও একটি শর্ত দিয়ে বলেছে- ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ঘটনা যেখানে আছে, সেক্ষেত্রেও একাদশ শ্রেণী খোলা যাবে না।

অনেক শিক্ষকের মতে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিষয়ে এসব ঘটনা তদন্ত করে দেখা দরকার। কারণ, দেখা গেছে স্কুলগুলির চেয়ে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী বেশী দায়ী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি শিক্ষা বোর্ডের একজন পদস্থ কর্মকর্তা বলেন, পাসের হারের ব্যাপারে শর্ত শিথিল হওয়া দরকার। দেখা দরকার একাদশ শ্রেণী খোলার জন্য আবেদনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাসের হার শিক্ষা বোর্ডের গড় পাসের হারের ওপরে আছে কি না। তিনি অবশ্য স্বীকার করেন, শিক্ষার পরিবেশ, অবকাঠামোগত সুযোগ, শিক্ষকদের মান— এসব বিষয় অগ্রাধিকারভাবে বিবেচনা করে একাদশ শ্রেণী খোলার অনুমতি দেয়া উচিত। কঠোর শর্তের কারণে গ্রামাঞ্চলের আবেদনকারী অধিকাংশ বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণী খোলার অনুমতি পাবে না বলেও তিনি জানান। এক হিসাবে দেখা গেছে, এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর ৭০ শতাংশই গ্রামাঞ্চলের। যারা একাদশ শ্রেণীতে এবার ভর্তি হবার সুযোগ পাবে না তারাও অধিকাংশ ওই গ্রামেরই দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান।